দৈনিক সংবাদ

সমস্যার আবর্তে সুনামগঞ্জ সরকারী কলেজ

সুনামগঞ্জ জেলার একমাত্র ডিগ্রী কলেজ সুনামগঞ্জ সরকারী কলেজ আজ নানাবিধ সমস্যায় নিমজ্জিত। সমস্যাগুলিকে প্রধানতঃ ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত শিক্ষক স্বল্পতা। ১৯৮০ ইং হতে সরকারী কলেজে পরিণত হওয়ার পর কলেজটিতে শিক্ষক সমস্যা লেগেই আছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে গত বৎসর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগের উপযোজন বাতিল করে দিয়েছেন। কিছু দিন পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক নোটিশের মাধ্যমে পরিসংখ্যানের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েরও উপযোজন বাতিল করে দিয়েছেন! বি, এস সি-তে অধিকাংশ ছাত্রই পরিসংখ্যান নিয়ে থাকে। এহেন অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা বিশেষ ভাবে উদ্বিগ্ন।

কলেজের দ্বিতীয় সমস্যা কলেজ অধ্যক্ষকে নিয়ে। নানা কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা তার ওপর বিক্ষুব্ধ। এই কলেজে আসার পর অধ্যক্ষ সাহেব বেশ কয়েকটি মামলার আসামী হয়েছেন এবং ছাত্রদেরকেও নানা মামলায় জড়িয়েছেন। একজন উচ্চশিক্ষিত লোক কিভাবে এমন অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করতে পারেন তা শহরবাসীর বোধগম্য নয়। বিগত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তার ছেলের খাতা শুদ্ধ করে দেয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহরে অস্বাভাবিক উত্তেজনা বিরাজ করছে। যার জন্য অধ্যক্ষ অনির্দিষ্ট কালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেছেন। এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। কলেজের হিসাব নিকাশ করার জন্য তিনি একজন পেনসনভোগী কর্মচারীকে নিয়োগ করেছেন। একটি সরকারী কলেজে কিভাবে একজন পেনসনভোগীকে নিয়োগ করা যায় এবং কোথা থেকে বেতন দেয়া হয় তা শহরবাসীর বোধগম্য নয়। তার ছত্রছায়ায় কলেজের কিছু পিয়ন বেনামিতে ঠিকাদার সেজে কলেজের নানা কাজ করে যাচ্ছে।

এসব ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আমিনুল ইসলাম চৌধুরী,
হাছন নগর, সুনামগঞ্জ

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-শৃঙ্খলা ও শিক্ষক সমাজ

পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন খবর ও ভাষ্যে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সন্ত্রাস ও অনিয়ম দূর করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পূর্বের তুলনায় কঠোরতর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। উপাচার্য, প্রাধ্যক্ষ, গৃহশিক্ষক, প্রক্টর সকলেই মত প্রকাশ করেছেন যে, আইনকে আরো কঠোর ও ব্যক্তি নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ না করলে শৃংখলা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। এটি বহু প্রত্যাশিত একটি ইতিবাচক সংবাদ।

এ প্রসঙ্গে আমি একটি বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তা হচ্ছে শিক্ষক সমাজকে অত্যন্ত নিরাবেগভাবে আইনানুগ হতে হবে। তা না হলে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে। অনেকে হয়ত জানেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এমন কিছু দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা অদূর অতীতে ঘটেছে যার পশ্চাতে শিক্ষক বিশেষের ভূমিকা অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি। এ ধরনের ঘটনার সংঘটন হার দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ আমি একটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব বিজ্ঞান অনুষদের একটি বিভাগে শেষ পর্বের ফল প্রকাশ নিয়ে ইদানিং এ ঘটনার সূত্রপাত হয়। বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ, একটি ছাত্রের একটি পত্রের দুই পরীক্ষকের দেয়া নম্বরে খুব বেশী পার্থক্য হয় (একজন ৯৫% ও অন্যজন ৭০% নম্বর দেন) ফলে ঐ পত্রটি তৃতীয় পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষিত হয়। কারো মত, তিনটি নম্বরের গড় করেই ফল তৈরী করতে হবে। আবার কারো মত, নিকটতর দুটির গড় করে করতে হবে। এটি অবশ্যই নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন এবং খুব জটিল ব্যাপারও নয়। জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে ছাত্রদের মত সংশ্লিষ্ট জনৈক শিক্ষক একটি বিশেষ ছাত্রের পক্ষপাতিত্ব করছেন। তাই তিনি ফলটি সেভাবেই তৈরী করতে চাচ্ছেন (তিনটির গড় নিয়ে) যে ভাবে করলে ঐ বিশেষ ছাত্রটি প্রথম হয়। শুধু তাই নয়, তাদের আরো অভিযোগ, ঐ শিক্ষক সারা বছরই ঐ একজন ছাত্রের স্বার্থে এবং ক্লাসের অন্য সকল ছাত্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে অনেক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আমি মনে করি এখানে কতগুলো বিষয়ের আশু নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের শৃঙ্খলার স্বার্থে।

প্রথমতঃ একাডেমিক কাউন্সিলের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফল প্রস্তুত করা ও প্রকাশ করা।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষক বিশেষের পক্ষপাতিত্বের যে অভিযোগ উঠেছে তা যদি সত্যি হয়, তবে দুঃখজনক, সংশ্লিষ্ট বিভাগের উচিত বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করে একটি সঙ্গত মীমাংসায় পৌছা এবং ভবিষ্যতে যাতে এমন না ঘটে তা নিশ্চিত করা। আর যদি সত্যি না হয় তাহলে ছাত্রদের ভুল ধারণা ও অসন্তোষ যাতে দূর হয় তার ব্যবস্থা করা।

তৃতীয়তঃ ছাত্র বিশেষ একটি পত্রে ৯৫% নম্বর পেয়েছে। শেষ পর্বে একটি একটি বিষয়ে (যা অংক বা ঐ জাতীয় নয়) এত উচ্চ নম্বর অস্বাভাবিক। ঐ নম্বরটির বিশেষ মূল্যায়ন প্রয়োজন।

(২-এর পাতায় দেখুন)

দূর শিক্ষণের নামে প্রতারণা

সম্প্রতি বাংলাদেশ টেলিভিশনের এক প্রতিবেদনে দূর শিক্ষণের নামে দেশের বিভিন্ন স্থানে গজিয়ে উঠা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে সতর্কীকরণ করা হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর তৎপরতা যে কিছুমাত্র কমেনি তার প্রমাণও পেয়েছি সম্প্রতি।

রাজশাহী শহরে 'ঘরে বসে ডিগ্রী' দেবা'র নিশ্চয়তা দিয়ে সেন্ট্রাল করেসপণ্ডেন্ট কলেজ নামে একটি প্রতিষ্ঠান এই তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের ৩।৪ রকমের নিয়মাবলী সংক্রান্ত পুস্তিকা যোগাড় করেছি। এগুলোতে 'সরকার অনুমোদিত', 'ঘরে বসে উৎকৃষ্ট ফলাফল করা যাবে', ইত্যাদি তথ্য দেয়া হয়েছে। কিন্তু সরকারী ঘোষণার পরও কি করে এধরনের প্রতিষ্ঠান তাদের তৎপরতা চালিয়ে যায় তা ভেবে দেখার বিষয়।

প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন সূত্রে খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেছে, এই প্রতিষ্ঠানটি সরকারী শিক্ষা সংস্থাগুলোর কোনটি থেকেই অনুমোদন প্রাপ্ত নয়। এমন হতে পারে, অন্য কোন 'উদ্দেশ্য' প্রকাশ করে হয়তো কোন সংস্থার অনুমোদনকেই সরকারী অনুমোদন বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এধরনের 'ব্যবসা' কোনক্রমেই অভিপ্রেত নয়।

আমরা এই বিভ্রান্তিকর প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দেবার জন্যে সরকারী হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

-শাহানশাহ, আলম, রায়হান,
শাহেদ, বেড়াবাজার, পাবনা।

চিঠিপত্র

(৪র্থ পাতার পর)

নম্বরটি যদি যথার্থ হয় ছাত্রটিকে পুরস্কৃত করা প্রয়োজন, আর যদি তা অত্যন্ত মাত্রাতিরিক্ত নম্বর হয়ে থাকে তাহলে ঐ পরীক্ষকের পরীক্ষকত্ব বাতিল করা প্রয়োজন।

চতুর্থতঃ অত্যন্ত গোপনীয় এ সব বিষয় প্রকাশ পেল কি করে তার তদন্তের ব্যবস্থা করা।

জহির নুরুদ্দীন